দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৫.৮.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩ ...

071

# ৫০০ ডলার এবং ৫ মাস সময়

## জনমত

### শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

বহু দিন ধরে শুনে আসছি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও

অন্যান্য কর্মচারীদেরকে সরকার কর্তৃক যথাযোগ্য বেতন স্কেল প্রদান করা হবে। ১৯৮১ সনের কোন এক শুভক্ষণে তদানীন্তন সরকারের আমলে বেতন স্কেলের নামে যোগ্যতার এক বিভ্রান্তিকর মূল্য তালিকা ঘোষিত হয়। কিন্তু সে তালিকায় কাব্যতীর্থ শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাব্যতীর্থ শিক্ষকদের সহোদর কামিল পাশ শিক্ষকগণ তাতে স্থান পেলেন, স্থান পেলেন অন্যান্য শিক্ষকগণ, এমনকি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণও বাদ পড়েননি; বাদ পড়লো শুধু এক শ্রেণীর শিক্ষক, এরা কাব্যতীর্থ পাশ শিক্ষক। অন্যায় একমাত্র তাদেরই। কিন্তু কেন তাদের বাদ দেয়া হলো? কি তাদের অপরাধ? কি অন্যায় করেছে তারা? তারা কি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ড থেকে পাশ করেনি? এর জবাব কোথাও মিললো না।

এ জন্যে দ্বারে দ্বারে ধরনাও কম দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, গত ৩-২-৮৩ তারিখে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে ভাষণদানকালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট এ ব্যাপারে একটি আবেদন-পত্রও পেশ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রতি আমার আকুল আবেদন, উক্ত আবেদনপত্র সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে কামিল পাশ শিক্ষক ও কাব্যতীর্থ পাশ শিক্ষকদের বেতন-স্কেলের মধ্যে সঙ্গতি রেখে কাব্যতীর্থ শিক্ষকদের একটি বেতন স্কেল দিয়ে এ দেশের স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিত শিক্ষকের বাঁচার পথ সুগম করে বাধিত করবেন।

সুনীল কুমার গোস্বামী
হেড পণ্ডিত
ভাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,
ফরিদপুর।